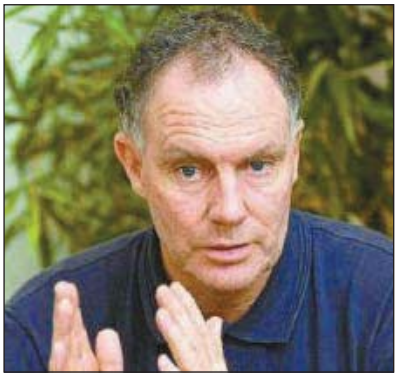

আর কত কি বোঝাবেন চ্যাপেল

চ্যাপেল বনাম গাঙ্গুলী

কার বিদায়ের ঘন্টা বাজে

দেশ, দল না নিজেকে নিয়ে ভাবছেন গাঙ্গুলী

মহিউদ্দিন নিলয়

'জিম্বাবুয়ে সফরে ভারত ২-০ ব্যবধানে শুধু জেতেনি, একই সঙ্গে দু'টুকরোও হয়েছে' ভারতীয় একটি পত্রিকার মজা করে করা এই মন্তব্যটি এখন আশঙ্কা হয়ে দেখা দিয়েছে। কোচ এবং অধিনায়ক বিতর্ক নিয়ে গোটা ভারতীয় ক্রিকেটে চলছে তোলপাড়। প্রায় ১৯ বছর পর দেশের বাইরে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। দীর্ঘদিন রান খরায় ভুগে সেঞ্চুরি পেয়েছে অধিনায়ক গাঙ্গুলী। এসবই ভারতের ক্রিকেটের জন্য ইতিবাচক। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে, এগুলোই যেন নেতিবাচকতায় রূপ নিয়েছে।

জিম্বাবুয়েতে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে গাঙ্গুলীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কোচ-অধিনায়ক বিরোধ। মিডিয়ায় ব্যাপক গুঞ্জনের পর মিডিয়াকে দোষারোপ করে চ্যাপেল। গাঙ্গুলীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নেয় নিজেদের মধ্যে। ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ভারতের ক্রিকেটামোদীরা। কিন্তু সিরিজ শেষে কোচ চ্যাপেল এক দীর্ঘ ই-মেইল করে বোর্ড সভাপতির কাছে। সেই মেইলে রয়েছে গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ। গাঙ্গুলীকে অধিনায়ক থেকে না সরালে কোচের পদত্যাগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। এসব নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট এখন দ্বিধা-বিভক্ত। কোচের হাত মেলানোর ঘটনাটিকে এখন সবাই দেখছে পাওয়ার রাজনীতির বিষয় হিসেবে। এ নিয়ে গাঙ্গুলী মিডিয়াকে কিছু বলতে রাজি না হলেও কোচের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে বিরত থাকেননি। দলের প্রতি গাঙ্গুলীর একাগ্রতা ও নিষ্ঠায় গড়ে ওঠে 'টিম ইন্ডিয়া'। অথচ কোচ অভিযোগ তুলেছেন, গাঙ্গুলী দলের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে রাখে! কোচের এই বক্তব্য ভারতীয় ক্রিকেটের প্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য। প্রাক্তন অধিনায়কেরা অধিকাংশই গাঙ্গুলীর পক্ষে। কেউ কেউ তবু সমালোচনা করে বলছেন, সিরিজের মাঝখানে গাঙ্গুলীর কোচ-বিরুদ্ধ বক্তব্য দেয়া উচিত হয়নি। সত্যিকার অর্থেই সেটা ছিল অধিনায়ক গাঙ্গুলীর ব্যর্থতা। সে দেশে এসে বোর্ডের কাছে বিষয়টি বললে এত জটিলতা দেখা দিত না। একটি সেঞ্চুরির জোরে গাঙ্গুলীর এত উত্তেজিত হওয়াটা উচিত হয়নি। বর্তমান ক্রিকেটের সর্বাপেক্ষা দুর্বল বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে করা সেঞ্চুরিটি তার কেরিয়ারের অন্য সেঞ্চুরিগুলোর সঙ্গে মেলে না। তবু রান খরায় সেঞ্চুরি তার জন্য অনেক বড় ব্যাপার। তারপরও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল গাঙ্গুলীর।

সামনে ভারতীয় ক্রিকেটের কঠিন শিডিউল। এই অবস্থায় দলের বিরোধ ক্রিকেটের জন্য চরম হুমকি। ২৭ সেপ্টেম্বর বোর্ড মিটিংয়ে দুজনের বক্তব্য শোনা হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড। ৫ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটির ২ জন ডালমিয়া এবং গাভাস্কারকে গাঙ্গুলীর পক্ষের বলা যায়। অন্যদিকে, রবি শাস্ত্রী ও বোর্ড সভাপতি রণবীর সিং আছেন চ্যাপেলের পক্ষে। আনুপাতিক হারে দুজনের সমর্থন সমান হওয়ায় ৫ম ব্যক্তির মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেঙ্কটরাঘবন কাকে সমর্থন দেবেন? তার সমর্থনের ওপর নির্ভর করছে বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়টি।

গাঙ্গুলীর অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাউকে একবিন্দু ছাড় দেননি তিনি। চ্যাপেলেরও নেই আপোসের গল্প। তাই দুজনের বিরোধে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে- একজনকে সরে যেতে হবে। এরা দুজন মিলে গেলে তা ভারতের ক্রিকেটের জন্য কতটা সুফল বয়ে আনবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাদের একসঙ্গে কাজ করাটা এখন স্বপ্নের মতো। দলের মধ্যেও রয়েছে দুজনের সমর্থিত খেলোয়াড়। কৌশলী চ্যাপেল ইতিমধ্যেই শেবাগকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছেন। তার বক্তব্য এবং কার্যকলাপে মনে হচ্ছে, নিজের সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। গাঙ্গুলীর বিশ্বস্ত কাইফ-শেবাগদের গুণকীর্তন করে তাদের কি নিজ দলে টানতে চাচ্ছেন? বিরোধের শুরুও হয়েছে কাইফের অন্তর্ভুক্তির নিয়ে। গাঙ্গুলীও তার সতীর্থদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছেন। এই বিরোধে তাদের না জড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একটি দলের প্রধান চালিকাশক্তি কোচ-অধিনায়ক। কিন্তু তারাই যখন বিবাদে মত্ত, দলটির তখন কী অবস্থা? গাঙ্গুলীর কেরিয়ার শেষের দিকে মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তাই তাকে বাদ দেয়ার সময় এটা নয়। এই মন্তব্য সহঅধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের। দলে যোগ্য অধিনায়ক তৈরি হয়নি। সামনের সময়ে এটা ঘাটতি হয়ে দেখা দেবে, যদি গাঙ্গুলীকে এখনই সরানো হয়। ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়েছে গাঙ্গুলী ভক্তরা। টিম ইন্ডিয়ার জন্ম দেয়া গাঙ্গুলীর পক্ষেই আছে ভারতের ক্রিকেট।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার কোচ টম মুডি। চ্যাপেল যে চাকরিটি করছেন, তিনি সেটা পাননি। এক সময় প্রতিযোগিতায় নেমেছেন যে চাকরিটির জন্য, তা না পেয়েই এখন তিনি খুশি। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এটা চরম দুঃসময়। আর গ্রেগ চ্যাপেলের জন্য তো বটেই। ভারতের ক্রিকেটের জন্য কি গ্রেগ চ্যাপেল সঠিক লোক নয়? নাকি গ্রেগ চ্যাপেলের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক জায়গা নয়? এসব প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতের ক্রিকেটের জন্য হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। দুজনের একজনকে বাদ দিতেই হবে। বড় রকমের আর্থিক ক্ষতির কথা ভেবে যদি গাঙ্গুলীকে বাদ দেয়া হয় তাহলে দলের জন্য এটা বিরাট ক্ষতি হয়ে দেখা দেবে। চ্যাপেলকে বাদ দিলে বিরাট আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নামতে হবে কোচের খোঁজে। এ রকম মুহূর্তে কী সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড? শুধু ভারত নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্বের নজর এখন এই দিকে।